দর্শনায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মারামারি: আহত ৫ জন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয় এবং তার একপর্যায়ে বাজার কমিটি অফিস ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনায় ৫ জন গুরুতর আহত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন- দর্শনা পুরাতন বাজারের মৃত গনি মিয়ার ছেলে মাংশ দোকানী মোঃ কালু মিয়া (৩৫), আজিমপুরের মৃত বাবু মিয়ার ছেলে রয়েল এক্সপ্রেস পরিবহনের হেলপার মোঃ আসলাম হোসেন (৩০), সুপারভাইজার ও মটর শ্রমিকের নেতা জাকির হোসেন (৪৬), রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির মেম্বর শরীফ মেম্বর সহ বেশ কয়েকজন আহত হয়।

জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার সকাল ৯ টার দিকে দর্শনা-মুজিবনগর সড়কে মনোরঞ্জন মার্কেটের সামনে পরিবহন বাস ঘোরানোর সময় সেখানে থাকা রেল বাজারের কালু কশাই এর দোকানের সুজন নামের একজনের সাথে রাস্তা থেকে ভ্যান সরানো নিয়ে তর্ক বির্তক সৃষ্টি হয় পরিবহনের আসলামের সাথে এবং তারই একপর্যায়ে আসলামকে মারধর করে সুজন। পরে স্থানীয়রা মারামারি থামিয়ে দেয়। তবে এ ঘটনায় পরিবহনের আসলাম বেশ অনেকটাই আহত হয়।

এরপর বিষয়টি সমাধানের জন্য মটর শ্রমিক ও রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির মধ্যে আলোচনা হয় এবং শুক্রবার বিকাল ৩ টায় রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির কার্যালয়ে দুই পক্ষ নিয়ে বসা হয়। সমাধানের এক পর্যায়ে মটর শ্রমিকের পক্ষে একজন বহিরাগত দোকান মালিক সমিতির মেম্বরের সাথে উচ্চস্বরে রাগান্বিত হয়ে কথা বলার একপর্যায়ে অফিসের চেয়ার তুলে মারামারি হট্টগোল শুরু হয়ে যায় দোকান মালিক সমিতির কার্যালয়ের মধ্যে।

এ ঘটনায় অফিসের চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করা হয় এবং সেখান থেকে নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের অভিযোগও করা হয় মটর শ্রমিকের লোকজনের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে দর্শনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এ ঘটনায় রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির পক্ষ থেকে

আল্টিমেটাম দেওয়া হয় দ্রুত দোষীদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় না আনা হলে রেল বাজারের সকল দোকান বন্ধ করে রাখার হুশিয়ারী দেন।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, বিষয়টি জানতে পেরে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পুলিশ ফোর্স পাঠিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়। আর এ ঘটনায় দুই পক্ষ থেকে দুইটা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। আমাদের পুলিশ ফোর্স টহলে আছে এবং আইনী বিষয়ে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে আছে।

মুজিবনগরে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে মারামারি, আহত ২

মুজিবনগরে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এতে দুইজন আহত হয়েছেন।

জানা গেছে, মুজিবনগর জুলাই যুব উন্নয়ন ক্লাব আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিন শুক্রবার বিকেলে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের গেটের কাছে অবস্থিত গ্যারেজের টিকিট কাউন্টারে এ ঘটনা ঘটে।

এ সময় বাগোয়ান গ্রামের কয়েকজন যুবকের সঙ্গে গ্যারেজের দায়িত্বরত ব্যক্তিদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে স্থানীয় গ্রামবাসী তাদের ওপর হামলা চালায়। এতে বাগোয়ান গ্রামের জসীমউদ্দীনের ছেলে রহমত ও কাবিদুলের ছেলে সাদিক গুরুতর আহত হন। পরে তাদের উদ্ধার করে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

এ ঘটনায় মেহেরপুর জেলা সাইবার দলের সাধারণ সম্পাদক ও ছাত্রদল নেতা রিয়াজ শেখ বলেন, যেহেতু টুর্নামেন্টটি এনসিপির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আহত সাদিক ও রহমত ছাত্রদল সমর্থক হওয়ায় ঘটনাটিতে কোনো পরিকল্পিত বিষয় আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

অন্যদিকে, ক্লাবের সভাপতি ও এনসিপি নেতা আরিফ খান বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বিষয়টির সমাধানের চেষ্টা করছি।

তবে একাধিক সূত্র জানিয়েছে, মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের পার্কিংয়ের দায়িত্ব ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ইজারা দেওয়া হয়েছে। একই স্থানে ফুটবল টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে গ্যারেজ বাবদ নতুন টিকিটের ব্যবস্থা করায় মূলত জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

ঝিনাইদহের মহেশপুরে মাদক কারবারিদের মারামারি, আহত ব্যক্তির মৃত্যু

ঝিনাইদহে মাদক কারবারিদের মধ্যে মারামারিতে মোশারফ হোসেন নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার রাত ১০ টার দিকে মহেশপুর উপজেলার সাকোরপুল নামক স্থানে এ মারামির ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে সেনা সদস্যরা আহত মোশারফ হোসেনকে উদ্ধার করে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে মৃত মোশারফ হোসেনের লাশ ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহত মোশারফ হোসেন মহেশপুর উপজেলার বাগানমাঠ গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে।

ঝিনাইদহ সেনা ক্যাম্পের একজন সেনা কর্মকর্তা জানান, গতকাল বুধবার রাত ১০ টার দিকে তারা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন মহেশপুর উপজেলার সাকোরপুল এলাকায় একদল লোক মারামারিতে লিপ্ত হয়েছে। খবর পেয়ে সেনা ক্যাম্প থেকে একটি বিশেষ দল সেখানে যায়। সেনা সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে বিবাদমান দু’গ্রুপের লোকজনই পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে মুর্মুর্ষ অবস্থায় একজনকে উদ্ধার করে মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় এবং চিকিৎসাধীন

অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। রাতেই সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়ে ২শ’গ্রাম গাজা, মাদক সেবনের সারঞ্জামাদি ও নগদ ২৯ হাজার ৮৯৬ টাকা উদ্ধার করে।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ ফয়েজ উদ্দিন মৃধা জানান, গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার সাকোরপুল নামক স্থানে একটি মারামির ঘটনা ঘটেছে। ঘটনা কথা শুনেছি তবে সেনা ক্যাম্পের সদস্যরা আহত মোশারফ হোসেনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভতি করলে পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

স্থানীয় একটি সূত্র থেকে জানা যায়, স্থানীয় কিছু ব্যক্তি শত্রুতাবশত সেনাবাহিনীর কাছে, ভুল তথ্য দেয় তারা জানায় তার বাড়িতে ৪/৫কেজি গাঁজা আছে এবং সে একজন গাজা ব্যবসায়ী, এরপরে অভিযানে গিয়ে গাঁজা না পেলে বেধড়ক মারপিট করে আহত করে,পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে।

গাংনীতে চুরি ও মারামারি মামলার ৩ আসামি গ্রেফতার

পৃথক দুটি স্থানে অভিযান চালিয়ে মারামারি ও চুরির মামলায় ৩ জন আসামিকে আটক গাংনী থানা পুলিশ।

এরা হলেন, গাংনী মহিলা কলেজপাড়া এলাকার আবু জাহিদ (৫০) ও তার ছেলে জুনাইদ হোসেন (২০)। এছাড়া একটি চুরির মামলায় মানিক মিয়া
(৪০) কে আটক করেছে। মানিক মিয়া কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার ধলসা গ্রামের মজনু মিয়ার ছেলে।

মজনু মিয়াকে গত রাতে এবং পিতা পত্রকে আজ সকালে আটক করেছে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে সংঘর্ষ হলে মহিবুল ইসলাম ওহিদ পিতা পুত্রকে আসামি করে একটি মারামারি মামলা দায়ের করেন মামলা নং

২৬, তারিখ ২৩/০৮/২৩ ইং। ওই মামলায় অভিযান চালিয়ে পিতা পুত্রকে আটক করে পুলিশ। এদিকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গাংনী বাজারে মোটরসাইকেল চুরি করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক হন মানিক মিয়া। পরে তাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশে তুলে দেন জনতা। এই মানিক মিয়াকে একটি চুরি মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

আজ বুধবার (২৩ আগস্ট) বেলা ১১ টার দিকে আটককৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে জমিজমা সংক্রান্ত মারামারিতে দুই নারীসহ আহত-৭

মেহেরপুরের গাংনীর নিত্যানন্দনপুর গ্রামে সরকারি খাস জমি দখল নিয়ে বিরোধে সৃষ্ট সংঘর্ষে উভয় পক্ষের নারীসহ মোট ৭জন আহত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহত হলেন হাফিজুল ইসলামের স্ত্রী আনজিরা খাতুন(৩৫) আজিজুলের স্ত্রী রুপালী খাতুন
(৪২) আব্দুর রহমানের ছেলে আজিজুল ইসলাম(৪৫) আব্দুল গণির ছেলে হাফিজুল ইসলাম(৩৫),মসলেম এর ছেলে তৌহিদুল ইসলামস(৩৮)এবং আসলামের ছেলে দেলোয়া হোসেন(৩০)।

আহতের মধ্যে তৌহিদুল ইসলামের অবস্থা আশংক জনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। বাকীদের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও মেহেরপুর জেলারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয়সুত্রে জানাগেছে, আব্দুর রহামানের ছেলে আজিজুল ইসলাম তার পুরাতন বসত বাড়ি ভেঙ্গে ২৪ শতক জমিতে নতুন বাড়ি নির্মাণ করছিল। ওই জমির মধ্যে সরকারি তিন শতক খাস জমি রয়েছে বলে দখল দাবী করেন স্থানীয় প্রতিবেশি এলাহি বকসের ছেলে সাহাবুদ্দিন । খাস জমির মধ্যে এক শতক জমি পাওয়া যাবে বলে দাবী করলে তখনই দুপক্ষের কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের সাথে মারামারি শুরু হয়।

উভয় পক্ষয় দেশিয় অস্ত্রস্স্ত্র দিয়ে মারারিতে অন্তত দুই নারী সহ ৭জন আহত হয়।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক এমদাদুল হক আহত তৌহিদুল ইসলামের অবস্থা আশংকা জেনে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন,বাকীদের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেন।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেলে সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে উভয় পক্ষকে শান্ত করা হয়েছে। কারো পক্ষে এখনও অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে তুচ্ছ ঘটনায় গৃহবধুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত

ছোট শিশুদের মারামারিতে নিশেধ করাই কুলছুম খাতুন (৩০) নামের এক গৃহবধুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে মারাত্বক জখম করেছে আরিফ নামের এক প্রতিবেশী।
আহত কুলছুম খাতুন গাংনী উপজেলার নওপাড়া গ্রামের হঠাৎপাড়া এলাকার আহসান আলীর স্ত্রী।
হামলাকারী আরিফ একই পাড়ার ওমর আলীর ছেলে।
আজ শুক্রবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বিকালে তাকে এ হামলা করে আরিফ। প্রত্যক্ষদর্শিরা জানান, পাড়ার দুটি শিশু মারামারি করছিল। এসময় কুলছুম খাতুন তাদের নিবৃত করে দেন। এঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে একটি শিশুর পিতা আরিফ মারামারি ঠেকানোর অপরাধে কুলছুমকে ধারাল হাসুয়া দিয়ে মাথার উপর কোপ মারেন। কুলছুম খাতুন মাটিতে লুটিয়ে পড়লে আরিফ পালিয়ে যায়।
পরিবারের লোকজন কুলছুম খাতুনকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্◌ের ভর্তি করেন। সেখানে তার অবস্থার অবনতি

হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্◌েরর জরুরী বিভাগের চিকিৎসক বলেন তার মাথার হাড়ের অধিকাংশই কেটে গেছে। এখানে চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কুষ্টিয়াতে রেফার্ড করা হয়েছে।

মেহেরপুর শহরের আহলে হাদীসের মসজিদে নামাজের মধ্যে হট্টগোল। ৪ জন আহত

মেহেরপুরে শহরের শাহাজী পাড়া আহলে হাদিস মসজিদে নামাজ শেষে ঈদগাহের জমি কেনা নিয়ে মুসল্লি ও কমিটির সদস্যদের মাঝে বাকবিতন্ডার জের ধরে সৃষ্ঠ সংঘর্ষে মুসল্লি তারিকুল ইসলাম ও নুরুল ইসলামসহ ৪ জন আহত হয়েছেন।
গতকাল শুক্রবার জুম্মার নামাজের সময় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এনিয়ে চরম উত্তেজনা বিরাজ করলে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি শান্ত করে।
মুসল্লিরা জানান, শহরের শাহজীপাড়া জামে মসজিদের মুসল্লিদের জন্য নিজস্ব কোনো ঈদগাহ ময়দান নেই। তারা দুটি ঈদের নাময পড়ে থাকেন সামসুজ্জোহা পার্কে।
আজ শুক্রবার জুম্মার নামায শেষে মসজিদ কমিটি ও সাধারণ মুসল্লিদের পক্ষে ঈদগাহের জমি কেনার জন্য প্রস্তাব দেন নুরুল ইসলাম। এসময় শাহজীপাড়ার মুসল্লি খলিলুর রহমান, সুমন হোসেনসহ কয়েকজন ক্ষিপ্ত হয়ে হট্টগোল শুরু করে। পরে উভয়গ্রুপের লোকজনের মধ্যে বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে হাতহাতি হয়। এসময় খলিল গ্রুপের লোকজেনর হামলায় তারিকুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম, কামাল হোসেন, আজিজুল ইসলাম আহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসলে হামলাকারীর পালিয়ে যায়। মসজিদ কমিটির সভাপতি আজিমুদ্দীনের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তাকে পাওয়া যায়নি। এঘটনায় আহলে হাদীসের ওই মসজিদের মুসল্লিদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

[redacted]

[redacted]

থাকা ফালা দিয়ে আমার পেট ও বুকের মাঝে আঘাত করে মারাত্মক জখম করে এবং রমজান লোহার রড দিয়ে বাম হাতে আঘাত করে এতে আমার বাম হাতের হাড় ভেঙ্গে যায় আমার ছেলে মফিজুল আমাকে বাঁচতে আসলে ১/২/৩ আসামী লোহার সাবল দিয়ে মাথায় আঘাত করে।

মফিজুলের চিৎকার শুনে আমার ভাই ছুটে আসলে আসামীরা আমার ভাইকেও লোহার রড ও লাঠি দিয়ে আঘাত করে আমাদের চিৎকারে মাঠের কর্মরত সাক্ষিরা ছুটে আসলে আসামীরা পালাইয়া যায় তখন সাক্ষীরা আমাদের উদ্ধার করে মুজিবনগর স্বাস্হ্য কমপ্লেক্স এ প্ররণ করে। এই নিয়ে আমি কোন প্রকার মামলা মোকদ্দমা করলে আসামীরা আমাকে খুন জখমের হুমকী দিচ্ছে আমি এর বিচার প্রার্থী।

উল্লেখ্য যে গত শুক্রবার মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের মাঝপাড়া গ্রামের তালতলা নামক মাঠে সরকারি বন্দোবস্তকৃত জমিতে জমির বর্গাচাষী ঈসরাফিল ও তার ছেলে মফিজুল জমিতে রোপন কৃত সিম ও পটল গাছে পানি দিতে গেলে মাঝপাড়া ও সোনাপুর গ্রামের কতিপয় ব্যক্তি বন্দোবস্তকৃত জমি জোর পৃর্বক দখল করার উদ্যেশ্যে তাদের উপর হামলা করে রক্তাক্ত জখম করে।

পরে তাদের উদ্ধার মুজিবনগর স্বাস্হ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে আহত ঈসরাফিলের আঘাত গুরুতর হওয়ায় কর্তব্যরত ডাক্তার প্রথমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করে এবং মফিজুলের মাথায় ৫টি সেলায় দিয়ে হাসপাতালে ভর্তিরাখা হয়।